সমকাল

তারিখ 05 MAY 2014
পৃ ... কলাম ...

সরকারি শিক্ষকদের নিয়ে বদলি-বাণিজ্য

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে চলছে বদলি-বাণিজ্য। রাজধানী ও এর আশপাশের কয়েকটি জেলায় পদায়ন নিয়ে বাণিজ্য করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। আবার পছন্দের জায়গায় বদলি হতে শিক্ষকদের অনেকেই হাত খুলে খরচ করছেন। অথচ যৌক্তিক কারণ থাকার পরও বছরের পর বছর বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা আবেদন করেও বদলি হতে পারছেন না। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি নিয়ে এমন প্রবণতা অনেক বেড়েছে।

সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, বদলি নিয়ে একাধিক নীতিমালা থাকার পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা পুরোপুরি অনুসরণ করে না। রাজধানীর বদলি নিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব আর টাকার খেলাটাই এখন বেশি চলছে। সারাদেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এ শিক্ষকদের প্রায় সবারই চাওয়া, রাজধানীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসা। সরকারি কলেজ আছে ২৪৯টি; বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ১৫ হাজার ১৯২ শিক্ষক এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন। সরকারি কলেজ শিক্ষকদেরও সবার প্রত্যাশা, তারা ঢাকার ১০টি সরকারি কলেজে চাকরি করবেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বদলি-বাণিজ্যের কারণে সারাদেশের সরকারি ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

সরকারি শিক্ষকদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

স্কুল-কলেজে এক ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে নির্ধারিত পদের চেয়ে বহুগুণ শিক্ষক কাজ করছেন। এর বিপরীতে সারাদেশের বহু স্কুল-কলেজে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট তৈরি হয়েছে। শুধু ঢাকায় থাকার জন্য অনেক শিক্ষক তদবির করে ওএসডি বা সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ আবার পদোন্নতি পাওয়ার পরও নিম্ন পদ আঁকড়ে ধরে (ইনসিটো) রাজধানীতে পড়ে রয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ৪৭৪ কর্মকর্তা বর্তমানে ইনসিটো অবস্থায় রয়েছেন। আর ওএসডি ও সংযুক্তি আদেশ নিয়ে রয়েছেন ৭৭৭ জন।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা ক্যাডারের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বদলি-বাণিজ্যের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া কলেজ শাখার যুগ্ম সচিবের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষোভ অনেক বেশি। এই কর্মকর্তা ছয় বছর ধরে এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। সম্প্রতি নায়েমে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদায়নের জন্য ফিটলিস্ট তৈরি করতে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। ভুক্তভোগী কয়েকজন অধ্যাপক জানান, মৌখিক পরীক্ষা শেষেই কর্মকর্তারা অধ্যাপকদের কাছে ভালো পদায়নের লোভ দেখিয়ে উৎকোচের ইঙ্গিত দেন। কয়েকজন অধ্যক্ষ জানান, এই বদলি-বাণিজ্য সিন্ডিকেটের কারণেই বদলি নিয়ে বেড়েছে হয়রানি। এ ধরনের হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষকরা বাধ্য হয়েই অসাধু কর্মকর্তাদের চাহিদা মেটাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকটি সূত্রে জানা যায়, কেবল টাকার লোভেই সরকারবিরোধী অনেক কর্মকর্তাকেও ঢাকায় বদলি করে আনা হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র গত নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতপন্থি প্যানেল থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন একজন বিএনপি নেতার আত্মীয় টাঙ্গাইল করটিয়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নাছরিন বেগম। তাকে গত ৯ মার্চ মাউশিতে ওএসডি করে ঢাকা কলেজে সংযুক্ত করা হয়। ঢাকা কলেজে যোগদান করেই নাছরিন বেগম তিন মাসের ছুটি নিয়ে আমেরিকা চলে যান। একই প্যানেল থেকে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হন নাটোরের আবদুলপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক নুরুল হক শিকদার। তাকেও সম্প্রতি রাজধানীর শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহাবিদ্যালয়ে বদলি করে আনা হয়েছে। একাধিক সাবেক ছাত্রদল নেতাকে শিক্ষা ভবনে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিবির ক্যাডারকেও গত সপ্তাহে শিক্ষা ভবনে সংযুক্তি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর আতাউর রহমান বলেন, শিক্ষক-কর্মচারী বদলির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। একজন পিয়ন বদলির ক্ষমতাও তার নেই। তিনি শুধু ফাইলে সই করেন।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বদলি নিয়ে বাণিজ্যের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে সদ্য যোগ দেওয়া সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিকও বুঝতে পেরেছেন। তিনি গত কয়েক দিনে একাধিক বদলির নথি ফিরিয়ে দিয়েছেন। খুব জরুরি না হলে কোনো বদলি প্রস্তাব তৈরি না করতেও তিনি কলেজ শাখার যুগ্ম সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন।